Rayet-Bandhu Series—No. 4

রায়ত-বন্ধু সিরিজ নং ৪

# জমিদারের বাজেআদায়

বা

# আবওয়াব।



সৈয়দ মহবুব আলী বি. এ.

HARE PRESS—CALCUTTA.
1924

মূল্য ।১০ আনা

Rayet-Bandhu Series—No. 4

রায়ত-বন্ধু সিরিজ নং ৪

# জমিদারের বাজেআদায়

বা

# আবওয়াব।



সৈয়দ মহবুব আলী বি. এ.

HARE PRESS—CALCUTTA.

1924

মূল্য।১০ আনা

# বঙ্গের কেন্দ্রীয় রায়ত সমিতি

# The Bengal Central Rayet Association.

সভাপতি—মাননীয় মিষ্টার সৈয়দ এরফান আলী,

ব্যারিষ্টার—এট-ল

## উদ্দেশ্য

রায়ত ও জমিদারের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন, রায়তের স্বত্ব রক্ষা, ও তাহাদিগকে জমিদার ও মহাজনদিগের হাত হইতে বাঁচান রায়তের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকার ও তাহাদের অনুকূলে আইন আদি পাশ করান ও তাহাদের উপর জমিদার ও মহাজন ইত্যাদির অত্যাচারের কথা গভর্ণমেণ্টকে জানান ও প্রতিকার করা, রায়তের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। সমিতি সম্বন্ধে সকল বিষয় জানিতে হইলে দুই আনার ডাক টিকিট সহ নিম্নোলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—


সম্পাদক "বঙ্গের কেন্দ্রীয় রায়ত সমিতি"

৬নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# জমিদারের বাজে-আদায়

বা

# আবওয়াব।

## ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে রায়তের অবস্থা।

মোগল সাম্রাজ্যে রাজস্ব আদায়ের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে যখন মোগল সম্রাট্‌গণের ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল তৎকালে রাজস্ব আদায়ের ধার্য্য খাজনা ব্যতীত কোন প্রকার মাথট বা আবওয়াব আদায় করা হইত না। রায়ত তাহার ধার্য্য খাজনা সম্রাটকে আদায় দিয়াই নিষ্কৃতি পাইত; আজকালের ন্যায় খাজনার চার পাঁচ গুণ বাজেআদায় দিতে হইত না। কিন্তু কালের কি কুটিল গতি! মোগল সম্রাটগণের ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরে কোন দক্ষ ও ক্ষমতাশালী মোগল দিল্লীর সিংহাসনে অধিবেশন করিতে না পারায় সাম্রাজ্যের সর্ব্বস্থানে এক ঘোর অরাজকতা প্রকাশ পাইতে ছিল। এরূপ অবস্থায় মারাট্টা, রাজপুত, শিখ ইত্যাদি জাতি ক্রমে স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। পিণ্ডারি, ঠগ প্রভৃতি দস্যুদল স্থানে স্থানে লুটতরাজ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সময়ে সুবায় সুবাদারগণও নিজ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন; কেহ কেহ প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা না করিলেও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন। বাঙ্গলার অবস্থা সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন ছিল না; এজন্য বাঙ্গলার শাসনেও তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। মোগল সম্রাটগণের ধার্য্য রাজস্ব আদায় প্রথা সমূলে নষ্ট হইল এবং

রাজস্ব আদায়কারীগণ স্বাধীনভাবে প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়া নিজ উদরপূর্ত্তি করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব সম্রাটগণের পরিশ্রম ও মেধা দ্বারা বর্দ্ধিত রাজস্ব আদায় নিয়মাবলী নষ্ট হইলেও উহার স্থানে কোন নূতন নিয়ম স্থিরীকৃত হয় নাই। ফলে রাজার স্থলে রাজস্ব আদায়কারীগণ জমিদার নামে পরিগণিত হইয়া জমির মালিক হইয়া বসিলেন ও রায়তের নিকট হইতে ন্যায্য খাজনা আদায় ছাড়া নানাপ্রকারের বাজে আদায় করিতে লাগিলেন। সে সময়ে এইরূপ বাজে আদায় করার জন্য তাহাদিগকে বাধা দিবার কোন বন্দোবস্ত ছিল না; তাহা ছাড়া জমিদারগণ আইন আদালত মানিতেন না।

## ইংরাজগণের আগমন।

এই প্রকার অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে ইংরাজগণ দেওয়ানী গ্রহণ করিয়া বাঙ্গলার রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা হইলেন। পরে বঙ্গের রাজস্ব আদায়কারীগণ যাঁহারা জমিদার নামে অভিভূত হইয়াছিলেন ঐ শ্রেণীর জমিদারগণের সহিত ইংরাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে জমির মালিক করিয়া দিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার সময় ইংরাজগণ দেখিতে পাইলেন যে জমিদার-গণ খাজনা ব্যতীত অনেক প্রকার আবওয়াব বা বাজেআদায় করিয়া থাকেন। ইংরাজেরা তখন এদেশে নূতন আসিয়াছিলেন মাত্র সুতরাং এদেশের আইন কানুন বিশেষভাবে বুঝা প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাঁহারা ১৭৯৩ সালের ৮ রেগুলে-সনের ৫৪ ধারা অনুসারে এইরূপ নির্ণয় করিয়াছিলেন যে তৎকালে যে সকল আবওয়াব বা বাজেআদায় জমিদারগণ আদায় করিতেন উহা খাজনা রূপে পরিগণিত হইবে অর্থাৎ জমিদারগণ জোরপূর্ব্বক মাথট,

আবওয়াব, পার্ব্বনী, ভেট, ভিক্ষা ইত্যাদিরূপে যাহা আদায় করিতেন সেগুলি ঐ সময় হইতে বাজে আদায় না বলিয়া স্থায্য খাজনা বলিয়া আদায় দিতে হইবে। এই রেগুলেসনের ৫৪ ধারা অনুসারে জমিদারগণের তৎকালীন বে-আইনী আদায় আইন সঙ্গত বলিয়া গণ্য হয়। ইহাতে রায়তের খাজনার পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং রায়তগণকে এইরূপ অন্যায় আবওয়াব এই নূতন আইন অনুসারে খাজনা স্বরূপে দিতে বাধ্য করায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রায়তের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল যে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৮ রেগুলেসনের ৫৫ ধারার নিয়ম অনুসারে জমিদারগণের রায়তের নিকট হইতে নূতন আবওয়াব আদায় করা বে-আইনী বলিয়া গণ্য করা হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৮ রেগুলেসন অনুসারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যেসকল প্রকার আবওয়াব বা বাজেআদায় করা হইত তাহা খাজনার সামিল বলিয়া ধরা হইয়াছিল এবং ঐ সকল বাজেআদায় রায়তগণ বাজে আদায়রূপে আর না দিয়া খাজনারূপে দিবে এরূপ স্থির করা হইয়াছিল। ভবিষ্যতে ইহা ছাড়া কোন প্রকার আবওয়াব বা বাজেআদায় জমিদারগণ কখনও রায়তের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন না। জমিদারগণ যদি কখনও নূতন আবওয়াব রায়তের নিকট হইতে আদায় করেন, তাহা হইলে জমিদার যে পরিমাণ খাজনা আদায় করিবেন উহার তিনগুণ দণ্ডস্বরূপে রায়তকে দিতে হইবে। রায়তকে বে-আইনী আদায় হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য এই প্রথম আইন তৈয়ার হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই আইনের দ্বারায় রায়তের কোন উপকার হয় নাই। জমিদারগণ সকল বিষয়ের হর্ত্তাকর্ত্তা ছিল, রায়ত-

গণ এই আইনের কথা অবগতই হইতে পারেন নাই, অথবা অবগত হইতে পারিলেও জমিদারগণের কূটজাল ভেদ করিয়া ইহার প্রতিকার পাইতে সম্পূর্ণভাবে অসমর্থ ছিল। ফলে এই ৫৫ ধারা কেবল আইন-বদ্ধ হইয়াছিল মাত্র তাহার দ্বারা রায়তগণ প্রত্যক্ষ কোন ফল পায় নাই। জমিদারগণ নির্ব্বিবাদে পূর্ব্বের আবওয়াব যাহা খাজনার সামিল হইয়াছিল উহা ও নানাপ্রকারে বিভিন্ন রকমের নূতন বাজেআদায় রায়তের নিকট হইতে আদায় করিতে থাকেন।

পরে ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৫ রেগুলেসানের দ্বারায় পূর্ব্বের ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৮ রেগুলেসন পরিবর্ত্তিত হইলেও ইহাতে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করা হয় যে এই ৫ রেগুলেসনের কোন অধ্যায়ের নিয়মানুসারে জমিদার আবওয়াব, মাথট কিংবা অন্য নাম দিয়া অন্যায় ভাবে ও অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কিছু আদায় করিতে পারিবেন না। কিন্তু "আইনের দ্বারা মানুষকে সচ্চরিত্র করা যায় না" এই প্রবাদটী জমিদারগণের পক্ষে বিলক্ষণরূপে খাটিয়া থাকে। এরূপ আইন সত্ত্বেও জমিদারগণ বেগার খাটাইতে বা আবওয়াব আদায় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। আর গরীব নিরক্ষর রায়ত তাহাদের স্বত্ব বুঝিতে না পারিয়া অতি কষ্টে এই বে-আইনী আদায় দিয়া আসিতে থাকে।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের প্রজাস্বত্ব আইনের ১০ ধারায় এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় ৮ আইনে এই নিয়ম করা হয় যে রায়তের নিকট হইতে খাজনা ব্যতীত কোন প্রকার বাজে আদায় করিলে রায়ত ক্ষতিপূরণ স্বরূপে যে পরিমাণ আদায় দিয়াছে তাহার দ্বিগুণ আদায় করিতে পারিবে।

## বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ও তাহার ফল।

ইহার পরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ৭৪ ধারায় এই বে-আইনী আদায়ের বিরুদ্ধে এইরূপ বিধান করা হয়।

"প্রকৃত খাজনার অতিরিক্ত আবওয়াব, মাথট কিংবা তদ্রুপ নাম দিয়া প্রজাদের উপর যে কোন কর ধার্য্য করা যায়, তাহা আইন বিরুদ্ধ হইবে, এবং এইরূপ কর দিবার সমুদয় সর্ত্ত ও নিয়ম অশুদ্ধ হইবে।"

জমিদার ন্যায্য খাজনা ব্যতীত রায়তের নিকট হইতে এক পয়সা আদায় করিলে উহা বে-আইনী বলিয়া গণ্য হইবে। এই আইনের ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ জমিদারগণ খাজনা ছাড়া অন্য কোন প্রকার আবওয়াব, মাথট ইত্যাদি বাজে আদায় করিলে ৭৫ ধারা অনুসারে রায়ত এই বে-আইনী আদায়ের ছয়মাসের মধ্যে আদালতকে জানাইলে জমিদারকে দুই শত টাকার অনধিক বা জমিদার রায়তের নিকট হইতে যে বে-আইনী আদায় করিয়াছেন তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা স্বরূপে দিতে হইবে। এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে রায়তকে জমিদারের বে-আইনী আদায় হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্ট অনেক বিধান করিয়াছেন ও করিতে-ছেন কিন্তু জমিদার এই আইনের দিকে আদৌ লক্ষ্য না করিয়া যদিচ্ছা-পূর্ব্বক রায়তের নিকট হইতে আবওয়াব বা বে-আইনী আদায় করিয়া আসিতেছেন। রায়তও নিজ স্বার্থ রক্ষা করিয়া কি প্রকারে কাজ করিতে হয় তাহা বুঝিতে অক্ষম, ফলে রায়ত যে অত্যাচার ও অনাচারের মধ্যে জীবন যাপন করিত তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। জমিদারগণ স্থানে স্থানে বিভিন্ন প্রকারের নূতন নূতন নাম

দিয়া আবওয়াব বা বে-আইনী কর আদায় করিয়া থাকেন। বাঙ্গলায় স্থানে স্থানে বিভিন্ন নামের কত প্রকার আবওয়াব আদায় করা হয় তাহা বর্ণনা করা একরূপ অসম্ভব। প্রতি জেলায় কত প্রকারের আবওয়াব আদায় করা হয় তাহার তত্ত্ব সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। এই সকল বে-আইনী আবওয়াব আদায় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের আইনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে হইলেও দিবালোকে জমিদারগণ ঐরূপ আদায় করিয়া আসিতেছেন তত্রাচ প্রকৃতপ্রস্তাবে উহার কোন প্রতিকারও হইতেছে না।

## আদালতে রায়তের স্বত্ব নির্ণয়।

বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে রায়ত যদি বহু দিন ধরিয়া এমন কি বংশ বংশানুক্রমে আবওয়াব দিয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলেও নিজ ইচ্ছানুক্রমে উক্ত আবওয়াব আদায় দিতে বাধ্য হইবে না (১)। রায়ত যদি আবওয়াব আদায় দিবার চুক্তি করে তাহা হইলে এরূপ চুক্তিও কার্য্যকারি হইবে না, এবং ঐ চুক্তি অনুসারে রায়তকে আবওয়াব দিবার জন্য বাধ্য করিতে পারিবে না (২)। কোন মোকর্দ্দমায় আবওয়াব আদায় দিবার বিরুদ্ধে রায়ত প্রথমে আপত্তি না করিলেও পরে অন্য কোন মোকর্দ্দমায় আবওয়াব দিবার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লইতে পারে (৩)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যাহাতে রায়তকে আবওয়াব দিতে না হয় সে

(১) তিলকধারী সিংহ বনাম চুলতান মেহাতা (152 P.C.)

(২) রাধাপ্রসাদ সিংহ বনাম বালকুমার কেওরি (I.L R, 17 Cal.)

(৩) উমেশ চন্দ্র মিত্র বনাম বরদা দাস মৈত্র (28 Cal. 17)

সম্বন্ধে আইনে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কিন্তু রায়ত সাধারণতঃ অজ্ঞ ও ভয়-কাতর; তাহারা বে-আইনী আদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় কিছু জানে না। এদিকে তাহাদের বিপক্ষে প্রবল প্রতাপান্বিত অর্থশালী ও শিক্ষিত জমিদার। রায়তের নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই, নিজের দুর্ব্বলতা জানিয়াও তাহারা নিজেদের মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদে রত থাকে, রায়তের মধ্যে যাহারা সামান্য অবস্থাপন্ন তাহারা আবার জমিদারের একান্ত অনুগত। এরূপ অবস্থায় রায়তের বে-আইনী আদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় কি? রায়তের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হইলে এবং তাহারা নিজে আইনের আশ্রয় লইতে জানিলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সে দিন কবে আসিবে? বঙ্গে শতকরা ১০ জন লোক কেবল মাত্র নাম সহি করিতে জানে। সুতরাং রায়ত লেখাপড়া শিখিয়া নিজের স্বত্ব ও স্বার্থ বুঝিয়া লইবে সেই সত্যযুগ কবে আসিবে কেহ বলিতে পারে না। বর্ত্তমানে জমিদার যে বে-আইনী আদায় করিতেছেন এবং আইনে তাহাদের সেই ক্ষমতা আদৌ খর্ব্ব করিতে পারে নাই তাহা নিম্নলিখিত ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দের বঙ্গের শাসন রিপোর্ট হইতে সম্যকভাবে বুঝিতে পারা যায়:—

"The levy of *abwabs* by the agents of private zemindars, whether for their or their masters' benefit continue as before. As a rule, when the levy is sanctioned by long usage and is not excessive, it is paid without demur and as in the previous years the provision of Section 75, Bengal Tenancy Act, remained unused; no suit was brought against any landlord to recover the amount of *abwab* exacted."

অর্থাৎ :—পূর্ব্বের ন্যায় জমিদারগণের কর্ম্মচারিগণ নিজেদের কিংবা জমিদারগণের সুবিধার জন্য আবওয়াব আদায় করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ যে সকল আবওয়াব আদায় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং যাহার পরিমাণও অধিক নহে, রায়ত উহা বিনা আপত্তিতে দিয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ৭৫ ধারা ব্যবহার করিয়া রায়ত জমিদারের নিকট হইতে আবওয়াব ফেরত পাইবার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই।"

সুতরাং আইনের বিশেষ বাধা সত্বেও জমিদারগণ রায়তের নিকট নির্ব্বিবাদে আবওয়াব আদায় করিতেছেন। রায়ত একতাবদ্ধ হইয়া আইনের আশ্রয় লইয়া বে-আইনী আদায় চিরজন্মের মত তুলিয়া দিতে পারে।

## বঙ্গীয় কাউন্সিলে আবওয়াবের কথা।

পূর্ব্ব আইনের দ্বারা রায়তের কোন উপকার হয় নাই বুঝিতে পারিয়া রায়তের এই বে-আইনী আদায় হইতে রক্ষা পাইবার এক উৎকৃষ্ট উপায় বঙ্গের রায়ত-আন্দোলনের নেতা ও রায়তপ্রাণ মাননীয় মিষ্টার সৈয়দ এরফান আলী সাহেব উদ্ভাবন করেন। তিনি বঙ্গীয় লাট কাউন্সিলে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করেন :—"আবওয়াব বা বে-আইনী সেস আদায় ও বেগার লওয়া ফৌজদারি আইন অনুসারে অপরাধজনক বলিয়া গণ্য হউক।" তাঁহার এই প্রস্তাব কাউন্সিলে গৃহিত হইবার পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন" সম্পূর্ণভাবে সংশোধন করিবার জন্য একটী কমিটি গঠন করিয়া মিষ্টার এরফান আলী সাহেব ও তাঁহার কয়েকজন সহকর্ম্মীকে ঐ কমিটির মেম্বররূপে গ্রহণ করেন। গভর্ণমেণ্ট এই আবওয়াব ফৌজদারি আইন অনুসারে

অপরাধজনক বলিয়া বর্ণনা করিবার প্রস্তাব ঐ কমিটি বিবেচনা করিবেন বলিয়া স্থগিত রাখেন। এই "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন কমিটি"র রিপোর্ট পেশ হইয়াছে, দেখা যাউক রায়তের ভাগ্যে কি হয়। আবওয়াব আদায় ফৌজদারি আইন অনুসারে অপরাধজনক বলিয়া গণ্য করিলে এই প্রথা লাঘব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহা ছাড়া রায়তগণ ভোট দ্বারা উপযুক্ত রায়ত-হিতৈষী ব্যক্তিকে নিজেদের প্রতিনিধিরূপে কাউন্সিলে পাঠাইয়া রায়তের এই মহা অনিষ্টকর আবওয়াব আদায় দিবার নিয়ম উঠাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় শাসন রিপোর্টে যাহা প্রকাশ হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

"In Nadia the Settlement Officer wrote thus:—The report of the first eight *thanas* in which survey was completed last year and attestation is now going on reveal the existence of the *abwabs* even to a degree unheard of in other districts."

মর্ম্মানুবাদ :—নদীয়ার সেটেলমেণ্ট অফিসার লিখিয়াছেন :— "প্রথমে যে আট থানার জরিপের কার্য্য গত বৎসর শেষ হইয়াছে এবং ঐ রিপোর্টের প্রমাণ যাহা এক্ষণে সংগ্রহ করা হইতেছে তাহাতে প্রত্যক্ষ প্রকাশ পাইতেছে যে এই জেলায় (নদীয়ায়) এরূপ পরিমাণে আবওয়াব আদায় করা হয় যাহা অন্যান্য জেলায় কখনও শুনাও যায় নাই।" রায়তের নিকট অন্য জেলা অপেক্ষা নদীয়ায় বেশী আবওয়াব আদায় করার একটী বিশেষ কারণ ছিল। নদীয়া জেলায় উঠবন্দী নামক এক প্রকারের প্রথা প্রচলিত ছিল। ঐ উঠবন্দী প্রথা অনুসারে রায়ত বংশানুক্রমে জমি ভোগ দখল করিয়াও জমিতে কোন স্বত্ব অর্জ্জন করিতে পারিত না এবং জমিদার নিজের ইচ্ছামত তাহাকে জমি হইতে উচ্ছেদ

করিতে পারিতেন ও জমিদারের যদিচ্ছানুসারে খাজনা বাড়ান হইত। যাহাহউক নদীয়ার সে অবস্থা আজ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহাদের মোসলমান প্রতিনিধি মিষ্টার এরফান আলী সাহেবের যত্নে ও বিশেষ চেষ্টায় নদীয়ার রায়তগণের সেই উঠবন্দী নামক বিষম কণ্টক দূর হইয়াছে এবং ১৩৩০ সনের ৩০ শে শ্রাবণ তারিখে উঠবন্দী আইন বঙ্গীয় কাউন্সিলে পাশ হইয়া উঠবন্দী জমিতে রায়তকে স্থায়ী রায়তী স্বত্ব দেওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে*। ব্যারিষ্টার মিষ্টার এরফান আলী সাহেব ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই তিনি সমগ্র জেলার রায়তগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া আবওয়াবের চিহ্ন লোপ করিয়াছেন। প্রত্যেক জেলার রায়তগণ যাহাতে একতাবদ্ধ হইয়া এইরূপে নিজ স্বার্থ বুঝিয়া আব-ওয়াবের অত্যাচার হইতে রক্ষা পায় তাহার জন্য তাহাদের চেষ্টা করা কি উচিত নহে? রায়ত কতদিন নিপীড়িত, অত্যাচারিত ও অজ্ঞ হইয়া জীবন যাপন করিবে? রায়তেরা ঘরে ঘরে, প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে, গ্রামে গ্রামে যদি এ বিষয় আলোচনা করে, এবং ইহার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করে তাহা হইলে রায়তের দুঃখপূর্ণ কাহিনী আর লিখিবার দরকার হইবে না।

## আবওয়াবের তালিকা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় কত প্রকারের আবওয়াব আদায় করা হয় তাহার তালিকা করা সম্ভবপর নহে তবে বিভিন্ন প্রকার আবওয়াব আদায়ের যে সামান্য তালিকা পাওয়া যায় তাহা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় শাসন রিপোর্টে ২৪ পরগণায় এইরূপ ২৭ প্রকার আবওয়াব আদায়ের তালিকা

* রায়ত-বন্ধু সিরিজের "উঠবন্দি আইন" নামক পুস্তক দেখুন।

দেওয়া হইয়াছে ঃ—(১) ডাক খরচা এই আবওয়াব দ্বারা জমিদার যে টাকা ডাকের জন্য ষ্টাম্প দেন তাহা তুলিয়া লইয়া থাকেন। (২) চাঁদা (ভিক্ষা ও মাগন সহ) (১) যখন জমিদার ঋণে জড়িত ইহয়া পড়েন যাহা শীঘ্র শোধ দেওয়া দরকার তখন জমিদার ইহা আদায় করেন। (৩) পার্ব্বনী (২) জমিদারের বাড়ীতে কোন পূজা হইলে ইহা আদায় করা হয়। (৪) তহুরিয়া বৎসরের শেষে রায়তের হিসাব নিকাশ ঠিক করিবার সময় আদায় করা হয়। (৫) বেগার (৩) রায়তকে বিনা মুজুরিতে খাটান। (৬) মাড়োচা বা বিবাহের সেলামী রায়তের বিবাহের সময় যে সেলামী দিতে হয়। (৭) বান সেলামী (৪) আক হইতে গুড় তৈয়ারী করিবার সময় দিতে হয়। (৮) সেলামী (৫) রায়তের জমি হস্তান্তরিত করিবার সময় এবং চুক্তি বা বন্দোবস্ত বদল করিবার সময় দিতে হয়। (৯) খারিজ দাখিল দাখিলায় এক জনের নাম বদলাইয়া অন্য লোকের নামে দিতে হইলে শতকরা ২৫ টাকা দিতে হয়। (১০) জমিদারের বাড়ীতে ভোজ (৬) হইলে চাউল, মাছ এবং অন্যান্য খাদ্য দিতে হয়। (১১) বাট্টা ও মুণ্টা-

(১) মেলিস বনাম মেঘনাথ ঠাকুর ( S D. A Repts 1852 ) ও নবীন বনাম গুরু ( 25. W. R. 8 )

(২) কমলাকান্ত বনাম কানু মহম্মদ ( 11. W. R. 90 )

(৩) অপূর্ব্বচন্দ্র ঘোষ বনাম করম আলী ( 4. C. L. J, 527 )

(৪) সেনাম সুকাল বনাম এলাহিবক্স

(৫) মির তাপুরা বনাম গোপী নারায়ণ ( 7. C. L. J. 251 )

(৬) মাধো সিংহ বনাম বৈদ্যানন্দ সিংহ ( S. D. A. Repts 1848 )

**কুমরেই** (১) সিকাকে কোম্পানীর টাকায় বদল করিতে হইলে বাট্টা এবং সিক্কা ব্যবহারে ঘসিয়া যাইলে মুণ্টাকুমরেই আদায় দিতে হয়। (১২) **জরিমানা** (২) জমিদার রায়তের মধ্যে সামান্য সামান্য বিবাদ মিটাইয়া দিলে ইহা আদায় করেন। (১৩) **পুলীশ খরচা** অপরাধে কিংবা অপঘাতে মৃত্যুর জন্য জমিদারীতে তদন্ত করিতে আসিলে পুলীশ কর্ম্মচারিগণকে দিবার জন্য ইহা আদায় করা হয়। (১৪) **জন্মযাত্রা ও রথযাত্রা** (৩) এই দুই পূজা উপলক্ষে যাহা আদায় হয় (১৫) **বারদারী খরচা** রায়ত পাট্টা লইলে ইহা উচ্চহারে আদায় করা হয়। (১৬) **ইনকম ট্যাক্স** বাবদে যে টাকা দিয়া থাকেন তাহা রায়তের নিকট হইতে আদায় করেন। (১৭) **ডাক্তার ফি** গভর্ণমেণ্টকে ডাক্তার ফি দিতে হয় জমিদার এইরূপ ছলে ইহা আদায় করেন। (১৮) **তাঁতকর** প্রত্যেক তাঁতিকে তাঁত পিছু চার আনা দিতে হয় (১৯) **ধাই-মহল** জমিদারীতে যাহারা ধাইয়ের কাজ করে তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে আদায় করা হয়। (২০) **আনাচোরা সেলামী** যাহারা লুকাইয়া লবণ তৈয়ারি করে তাহাদিগকে দিতে হয়। (২১) **হাল ভাঙ্গন** প্রত্যেক বৎসর যখন রায়ত তাহার জমিতে প্রথম লাঙ্গল দেয় তখন ইহা আদায় হয়। (২২) **মাথুরি জমা** নাপিতগণের নিকট হইতে আদায় করা হয়। (২৩) **সাসন জমা** যে সকল মৃত পশু ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহার চামড়া মুচিরা বাহির

(১) রাধামোহন বনাম গঙ্গাপ্রসাদ ( 7 Mal Sal R. **166** )

(২) লক্ষ্মীদেবী চৌধুরাণী বনাম আহতা ( S. D. A Repts **1852**, 552 )

(৩) নরেন্দ্র নাথ ঘোষ বনাম গোরাচাঁদ ( 33 Cal, 683 )

করিবার জন্য আদায় দিয়া থাকে। (২৪) **পুণ্য-খরচা** (১) যখন পুণ্যাহ হয় ঐ উপলক্ষে ইহা আদায় হয়। (২৫) **বাস্তুপূজা খরচ** (২) পৌষ মাসের শেষ দিনে গৃহ দেবতাকে পূজা দিবার সময় দিতে হয়। (২৬) **রসদ-খরচা** জেলার হাকিম কিংবা তাঁহার কর্ম্মচারি জমিদারের এলাকার মধ্যে আসিলে তাহাদের খরচের জন্য আদায় দিতে হয় (২৭) **নজরানা** (৩) জমিদার নিজ জমিদারীর মধ্যে দেখাশুনা করিতে যাইলে তাঁহাকে দিবার জন্য নজর আদায় করা হয়।"

"ইণ্ডিয়ান রায়ত" নামক পুস্তকে বাবু নীলকমল মুখার্জ্জী মহাশয়ের দ্বারা সংগ্রহিত ইহা ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার আবওয়াবের কথা আছে (২৮) **খুঁটাগাড়ী*** জমিদারের জমিতে নৌকা বাঁধিলে উহার জন্য আদায় দিতে হয়। (২৯) **কয়ালী*** নৌকা হইতে ডাঙ্গায় নামিলে বা নৌকায় উঠিলে যাহা দিতে হয়। (৩০) * **ধুলুট** গরুগাড়ী করিয়া বাজারে জিনিষ লইয়া যাইতে হইলে যে আদায় দিতে হয়। (৩১) **ভাগাড়জমা**—মরা পশু ভাগাড়ে ফেলার সময় যে

(১) নরেন্দ্র কুমার ঘোষ বনাম গোরাচাঁদ ( 33 Cal. 683 )
(২) নরেন্দ্র কুমার ঘোষ বনাম গোরাচাঁদ ( 33 Cal. 683 )
(৩) মাধো সিংহ বনাম বৈদ্যনাথ সিংহ ( S. D. A Repts 1848 )

*বঙ্গীয় শাসন রিপোর্টে ( ১৮৭২ ৭৩ ) প্রকাশ যে বাজারে জিনিষের উপর যে তোলা আদায় করা ও নৌকার জন্য যে আদায় লওয়া হয় এবং মাল আনিবার ও লইয়া যাইবার জন্য যে আদায় দিতে হয় তাহা ১৭৯৭ সালের রেগুলেসনে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং ইহা সত্বেও ঐরূপভাবে বে-আইনী আদায় করিলে দণ্ডস্বরূপে জমিদারের জমি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

আদায় দিতে হয়। (৩২) পারদ্দ-জমা (১)—জমিদারের জেল হইলে তাহার খালাসের জন্ম দিতে হয়। (৩৩) ইটপাড়া—রায়ত ইটের বাড়ি নির্ম্মান করিলে যাহা আদায় দিতে হয়। (৩৪) শাদ্দা-জালানী—জমিদারকে কাগজ ও কলমের জন্য যাহা আদায় দিতে হয়। কিন্তু আবওয়াবের তালিকা শেষ হয় নাই বিভিন্ন বিভিন্ন মোকর্দ্দমায় আদালতে যে সকল আদায় বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা দেওয়া হইল। (৩৫) জোতদারের নিজ জোত (২) যাহা জমিদারের অধীন উহাতে রায়তের গৃহ পালিত পশু চরিলে যাহা আদায় দিতে হয়। (৩৬) নাজাই (৩)—প্রতিবাসীর মৃত্যু হইলে কিংবা প্রতিবাসী অন্তস্থানে বসতি তুলিয়া লইয়া যাইলে জমিদারের যে পরিমাণ খাজনা কমিয়া যায় তাহা আদায় দিতে হয়। (৩৭) রকুমত (৪) বা বিভিন্ন প্রকারের আদায়। (৩৮) পাট-ওয়ারীর বেতন (৫) বাবদে। (৩৯) জাবদা বাড়ী (৬) বা প্রচলিত আদায়। (৪০) পরবী ভিক্ষা (৭)—বা জমিদারের পুত্রের অন্ন প্রাশনের জন্য আদায়। (৪১) বারদানা, (৮) বাড়ী ও

(১) চুলতান মেহতা বনাম তিলকধারী সিংহ (11, Cal. 175)

(২) ভগীরথ শিকদার বনাম রামনারান মন্দর (9 W. R, 300)

(৩) ধোলী প্রামাণিক বনাম আনন্দ চন্দ্র ( 5. W. R.)

(৪) অর্জ্জুন সাহ বনাম আনন্দ সিংহ ( 11,W. R, 257 )

(৫) বর্ম্মা চৌধুরী বনাম শ্রীনাথ সিংহ (12, W. R. 29)

(৬) রাধামোহন বনাম গঙ্গাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ( 7, S. D. A. Repts. 1848)

(৭) নবীনচন্দ্ররায় বনাম গুরুগোবিন্দ শর্ম্মা (14, W.R. 447),

(৮) ছকন সাহ বনাম রূপচাঁদ পাণ্ডি

কোতয়ালী বা তামাক। (৪২) পার্ব্বন (১) বা চৌকিদারের মাহিনা। (৪৩) সরক, (২) নেগ, খরচ ও বাট্টা। (৪৪) দস্তুর, হাজতানা, সোনারী, মাল, বাট্টা কোম্পানী নেগ (৩) অর্থাৎ জমিদারের ফি। (৪৫) পানসেরা (৪) বা শস্যের জন্য আদায়। (৪৬) পছুই (৫) বা পুরোহিতের খরচ। (৪৭) নোচা (৬) বা গ্রামের প্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য আদায়। (৪৮) মোনপান (৭) বা হাল প্রতি ৩০ সের শস্য দেওয়া। (৪৯) রসুম কুজ্জা (৮) বা কাজির বেতন বাবদে আদায়। (৫০) নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে গুড় (৯) দিতে না পারিলে বৎসরে দশ টাকা দিতে হয়। (৫১) কবুলিয়তে এইরূপ সর্ত্ত (১০) থাকে যে খাজনা ব্যতিত বৎসরে দুইটী ছাগল কিংবা ৩৲ টাকা আদায় দিতে হইবে। (৫২) বীরুভ অর্থাৎ গাছ ফলবান হইলে জমিদারকে যাহা দিতে হয়। উপরে যে বিভিন্ন প্রকারের আবওয়াব চলিত আছে তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইয়াছে এবং ফুটনোটে যে সকল মোকর্দ্দমার নজির

---

(১) মেনগার মান্দর বনাম হরিমোহন ঠাকুর (23, W. R. 447)
(২) রাধাপ্রসাদ সিংহ বনাম বালকুমার কেওরি (17 Cal. 726)
(৩) তিলকধারী সিংহ বনাহ চুলতান মাহতা (17 Cal.)
(৪) তিলকধারী সিংহ বনাম চুলতান মাহতা (17 Cal.)
(৫) চুলতান মাহতা বনাম তিলকধারি সিংহ (11 Cal. 175)
(৬) চুলতান মাহতা বনাম তিলকধারী সিংহ (11 Calc, 175)
(৭) চুলতান মাহতো বনাম তিলকধারী সিংহ (11 Calc, 175)
(৮) লক্ষ্মীদেবী চৌধুরাণী বনাম আহতা (S. D. A Repts 1852, 552)
(৯) রাজনারায়ণ মিত্র বনাম পান্না চাঁদ (7. C. W. N. 203)
(১০) শাহরতুল্লা বনাম গিরীশচন্দ্র (12.C.W N., 175)

দেওয়া হইয়াছে তাহার দ্বারা বিশেষ প্রতীয়মান হইতেছে যে আইন আদালতে আবওয়াব আদায় যে সম্পূর্ণ বে-আইনী তাহা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু আবওয়াব আদায় বে-আইনী ঘোষণা করা সত্বেও রায়তের কোন লাভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, কারণ রায়ত আজও নিদ্রিত। জগতের সর্ব্বস্থানে যে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে তাহা এখন তাহাদের কর্ণে আদৌ প্রবেশ করে নাই।

## আবওয়াব হইতে নিষ্কৃতির উপায় কি ?

পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ই আপনার স্বার্থ বুঝিয়া লইবার জন্য ও আপনাকে প্রবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। কিন্তু রায়ত নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য, নিজ স্বত্ব বুঝিয়া লইবার জন্য আদৌ আগ্রহান্বিত বলিয়া বোধ হয় না। কোন স্বত্ব লাভ করিতে হইলে সম্প্রদায়কেই অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয় অনেক স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে হয়। জমিদারের বে-আইনী আদায়ের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হওয়ায় আজ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা হয় নাই। রায়ত নিজে একতাবদ্ধ হইয়া জমিদারের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে না দাঁড়াইলে কেই বা তাহার জন্য দু-কথা বলিবে বা তাহার চিরকালের কণ্টক স্বরূপ আবওয়াব আদায় উঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিবে? আইন যে বে-আইনী আদায় দিবার বিরুদ্ধে রায়তকে সাহায্য করিবে সে বিষয় রায়ত অবগত হইয়াও' বে আইনী আদায় দিতে অস্বীকার করে না। রায়তগণ একতাবদ্ধ হইয়া সমিতি গঠন করিয়া নিজেদের স্বার্থের জন্য একত্রে যদি কার্য্য করে তাহা হইলে এ প্রকার বে-আইনী আদায় অচিরে বিলুপ্ত হইবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সমগ্র

বঙ্গের রায়তগণের স্বার্থ ও স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার, বাঙ্গলা আইন সভার সভ্য, রায়তের একমাত্র মুখপত্র "রায়ত-বন্ধু"র প্রতিষ্ঠাতা ও বঙ্গীয় রায়তের একমাত্র নেতা ও প্রকৃত বন্ধু মাননীয় সৈয়দ এরফান আলী সাহেবের সভাপতিত্বে "বঙ্গের কেন্দ্রীয় রায়ত সমিতি" কলিকাতায় গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি সমগ্র বঙ্গের রায়তগণকে একতাবদ্ধ করিবার জন্য ও তাহাদিগকে নিজেদের স্বার্থ বুঝাইবার জন্য জেলায় জেলায় প্রচার কার্য্য করিতেছে। এই রায়ত-সেবী একনিষ্ঠ ব্যারিষ্টার মিষ্টার এরফান আলী সাহেবের নেতৃত্বে বঙ্গের রায়ত একতাবদ্ধ হইয়া জগতকে আপনার সংঘবদ্ধ শক্তি দেখাইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। রায়তগণ ও অবশ্য তাহাদের এই মহা-হিতকর প্রতিষ্ঠানটীর জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবেন। এই বিশাল রায়ত সমাজের স্বত্ব ও স্বার্থের বিষয় স্পষ্ট ভাষায় বলিবার জন্য ও তাহাদের অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য এখনও দেশে কোন প্রতিষ্ঠান নাই তাহা রায়তগণেরই নিচেষ্টতার ফল ভিন্ন আর কিছু নহে। রায়তগণ আপনার স্বার্থ রক্ষা করিয়া সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করিলে এই "বঙ্গের কেন্দ্রীয় রায়ত-সমিতি"র উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে কখনই পশ্চাদপদ হইবে না। তাহার পর রায়তের দুর্দ্দশার কথা আলোচনা করিবার জন্য "রায়ত-বন্ধু" ব্যতিত আর কোন সংবাদপত্র বাঙ্গালায় নাই। দেশে বাঙ্গলা ইংরাজি যত সংবাদপত্র দেখিতে পাওয়া যায় উহারা সকলেই কোন না কোন প্রকারে জমিদারের দ্বারা পরিচালিত বা প্রতিপালিত রায়তের দুর্দ্দশার কথা গভর্ণমেণ্টকে জানাইতে হইলে কিংবা রায়তের দুঃখ দুর করিবার জন্য আন্দোলন

করিতে হইলে একমাত্র "রায়ত-বন্ধু" ব্যতিত বঙ্গে কোন সংবাদপত্র নাই। রায়ত যদি পূর্ব্বের ন্যায় নিদ্রিত থাকিয়া নিজের অধিকার, নিজেদের স্বার্থ হারাইতে না চাহে বরং মানুষের ন্যায় জমিদারের বে-আইনী আদায় ও বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে রায়ত নিজ সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া "রায়ত-বন্ধু"কে বাঁচাইয়া রাখিবে। এস্থলে রায়ত ভ্রাতৃগণকে জমিদারের নানা প্রকার বে-আইনী আদায় ও অন্যান্য অত্যাচার হইতে বাঁচিবার জন্য এই পর্য্যন্ত উপদেশ দিতে পারি যে তাঁহাদের নিজের নিজের উপর কিংবা আপন আপন গ্রামের রায়তগণের উপর উল্লিখিত ভাবে অত্যাচার হইলে তাঁহারা যেন তৎক্ষণাৎ ঐ সকল বিষয় "বঙ্গের কেন্দ্রীয় রায়ত সমিতি"র সভাপতি মাননীয় ব্যারিষ্টার সৈয়দ এরফান আলী সাহেবকে ও রায়তের একমাত্র মুখপত্র "রায়ত-বন্ধু"র সম্পাদককে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া জানাইবেন। পরে তাঁহারা এ সম্বন্ধে রায়তদিগের রক্ষার জন্য যাহা করা তাহা করিবেন ও আবশ্যক বোধ হইলে গভর্ণমেণ্টের দ্বারায় প্রতিকার করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইবেন ও তদন্তের জন্য অফিস হইতে উপযুক্ত লোকও পাঠাইবেন। আমাদের "রায়ত-বন্ধু সিরিজের" "রায়তের কর্ত্তব্য" নামক পুস্তক পাঠ করিলে এ সকল বিষয় বিশদরূপে জানিতে পারিবেন।

---

*Printed by Upendra Nath Bhattacharyya, Hare Press,*
*46, Bechu Chatterjee Street, Calcutta*

PUBLISHED BY THE AUTHOR